বাক্যপদীয়ে ব্রহ্মকাণ্ড

(কারিকা, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি)

মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক,
সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

কারিকা ১

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।

অনাদিনিধনম্ অক্ষরং যদ্ ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বম্, যতঃ অর্থভাবেন জগতঃ প্রক্রিয়া বিবর্ততে।

বঙ্গানুবাদ :

শব্দতত্ত্বই সেই ব্রহ্ম, যার উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই, যে অক্ষর, যা থেকে পদার্থের আকারে জগতের প্রক্রিয়ারূপ বিবর্ত হয়ে থাকে, (তা আমরা আলোচনা করব)।

বিবৃতি :

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্যাকরণকে দর্শনের মর্যাদা দেওয়া হয়। ভর্তৃহরি একাধারে বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকরা বলেন, উৎপত্তিবিনাশশূন্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। ভর্তৃহরিও অদ্বৈতবাদী, তবে তার মতে শব্দই ব্রহ্ম, শব্দের উৎপত্তি-বিনাশ নেই, শব্দ থেকেই জগৎ ও জাগতিক পদার্থসমূহ উদ্ভূত। সুতরাং বলা যায় ভর্তৃহরি হলেন শব্দাদ্বৈতবাদী।

ব্রহ্ম বা শব্দতত্ত্বকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে। অক্ষর শব্দের সাধারণ অর্থ হল যা ক্ষর বা চঞ্চল বা বিনশ্বর নয়, অর্থাৎ নিত্য। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করলে 'অনাদিনিধনম্' পদের অর্থের সঙ্গে পুনরুক্তি হয়, কারণ এই পদটির অর্থও নিত্য। এজন্য কেউ কেউ বলেন, অক্ষর শব্দের অর্থ বর্ণ, বর্ণের সমষ্টি পদ এবং পদের সমষ্টি বাক্য। শেষ পর্যন্ত অর্থ হয় 'বাচক', পদ ও বাক্যের মাধ্যমেই লোকে অর্থকে প্রকাশ করে। শব্দ হয় বাচক এবং অর্থ হয় বাচ্য। বাচ্য ও বাচক দুই-ই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত।